

খসড়া আয়কর আইন ২০২২ এর ওপর এফবিসিসিআইয়ের প্রস্তাবনা

৮ ফেব্রুয়ারি ২০২২

জাতীয় উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা ভিশন ২০২১ ও ২০৪১, টেকসই-উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনসহ স্বল্পোন্নত দেশ হতে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণের কার্যক্রম সফল বাস্তবায়ন করার জন্য, জাতীয় স্বার্থেই, দেশের আর্থ সামাজিক উন্নয়নের গতিশীলতা সমুন্নত রাখার লক্ষ্যে একটি দেশী বিদেশী বিনিয়োগ বান্ধব এবং উৎপাদনশীল টেকসই আয়কর পরিকাঠামো নিশ্চিত করা অপরিহার্য। এই উদ্দেশ্যে নিম্নলিখিত প্রস্তাবনার আলোকে সরকারের বিবেচনার জন্য খসড়া আয়কর আইন, ২০২২ চূড়ান্ত করার জন্য এনবিআর-এফবিসিসিআই এর সমন্বয়ে গঠিত যৌথ কমিটির উপর ন্যস্ত করা সমীচীন হবে।

আয়কর আইনের মৌলিক বিষয়াদি-

- আয়কর আইনের মৌলিক বিষয়গুলি আবশ্যিক ভাবে আন্তর্জাতিক সর্বোত্তম চর্চা এবং দেশের বিনিয়োগ চাহিদার সাথে সমন্বয় করে একটি যুগোপযোগী আয়কর আইন প্রণয়ন করা;
- বিশ্বব্যাপী অনুসৃত আয় যেখানে কর সেখানে নীতি গ্রহন করা;
- দেশী বিদেশী বিনিয়োগের ক্ষেত্রে প্রদত্ত শুল্ক ও কর সুবিধার সমতায়ন এবং বর্তমানে বিশ্বব্যাপী অনুসৃত নীতিমালা গ্রহন করা;
- আয়কর এর আওতা সম্প্রসারণ করে রাজস্ব আয়ের পরিমাণ বৃদ্ধির জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা;
- সরকারের রাজস্ব বৃদ্ধি এবং ট্যাক্স-জিডিপি অনুপাত বৃদ্ধি করার জন্য সকল উপজেলা পর্যায়ে আয়কর দফতর স্থাপন করা;
- করদায়ী সকল স্বত্বাধিকার আয়করের আওতায় আনার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর কর্তৃপক্ষ, বিভিন্ন বাণিজ্য ও পেশাজীবী সংগঠন এবং সংশ্লিষ্ট ব্যাংক, লাইসেন্স ও নিয়ন্ত্রনকারী সরকারি প্রতিষ্ঠান যৌথভাবে দায়িত্ব পালনের বিধান করা;
- সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন ধরনের কাজে টিআইএন নম্বর ব্যবহার করা হয়। টিআইএন নম্বর এর পাশাপাশি কর পরিশোধের প্রমাণ বাধ্যতামূলক করা;



প্রস্তাবিত আয়কর আইনে নিম্নলিখিত মৌলিক আন্তর্জাতিক সর্বোত্তম চর্চার বিধানগুলি সন্নিবেশ করা আবশ্যিক:

- আয়কর কেবলমাত্র করযোগ্য স্বত্তার আয়ের উপর আরোপযোগ্য একটি কর। লেনদেন, বিক্রয় বা প্রাপ্তির উপর আয়কর আরোপ না করা। প্রস্তাবিত আয়কর আইন ২০২২ এ চূড়ান্ত করদায় সংক্রান্ত সকল বিধানাবলী বাতিল করা;
- বেতন, ফি, সুদ, লভ্যাংশ (ডিভিডেন্ড), ব্যতিত অন্যান্য লেনদেন বা প্রাপ্তির উপর উৎসে আয়কর আরোপ না করা এবং আমদানি কালে অগ্রিম আয়কর রহিত করা;
- একই আয়ের উপর একাধিকবার কর আদায় পরিহার করে সকল করায়িত আয় চূড়ান্ত করযোগ্য আয়ের হিসাব হতে বাদ দেওয়া;
- কেবলমাত্র চূড়ান্ত করযোগ্য নিট আয়ের (একাউন্টিং প্রফিট) ভিত্তিতে ব্যবসা বা পেশার উপর আয়কর আরোপ করা;
- সুনির্দিষ্ট তফসিল প্রদান করে অনুমোদিত ব্যয় হিসাব নির্ধারণের স্বেচ্ছাধীন প্রক্রিয়া পরিহার করা;
- যেসব করদাতার যথাযোগ্য হিসাব রাখার সামর্থ্য নাই তাদের ক্ষেত্রে গ্রস মুনাফার ভিত্তিতে নিট আয় নিরূপনের ক্ষেত্রে বিদ্যমান স্বেচ্ছাধীন পদ্ধতি পরিহার করে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এবং তালিকাভুক্ত একাউন্টেন্টদের সমন্বয়ে গঠিত কমিটি দ্বারা সেক্টরভিত্তিক যৌথ খরচ নিরীক্ষার মাধ্যমে নিট আয় নির্ধারণের প্রক্রিয়া অনুশীলন করা;
- বুকিং ব্যবস্থাপনা, নিরীক্ষা এবং পরিদর্শন সংক্রান্ত কার্যক্রম বিধি পরিচালনা করাসহ স্বচ্ছ এবং হয়রানিমুক্ত করা।
- তথ্যপ্রযুক্তি ও ডিজিটালাইজেশন ভিত্তিক উৎসে করের কার্যক্রম, আয়কর রিটার্ন দাখিল, অডিট নির্বাচন, কর নির্ধারণ, আপিল ও রিফাউ প্রক্রিয়ার বিধানাবলী আইনে সংযুক্ত করে স্বচ্ছ ও সহজ প্রক্রিয়ায় এতদসংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম সম্পাদনের জন্য এই আইন এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে বিধিমালায় যথোপযুক্ত Standard Operating Procedure অনুসরণ ও কার্যকর করা;
- স্বেচ্ছাধীন পদ্ধতি পরিহার করে কেবল কোন সুনির্দিষ্ট তথ্য বা প্রমাণের ভিত্তিতে এবং সেই সম্পর্কে করদাতার ব্যাখ্যা গ্রহণ করে আয়কর কর্তৃপক্ষের ক্ষমতা প্রয়োগের বিধান সীমিত করা;
- মূল আইনে প্রদত্ত বিধানের আওতায় কর সংক্রান্ত বিভিন্ন পদ্ধতিগত বিষয়গুলি বিধিতে সন্নিবেশ করা;
- মার্জার, ডিমার্জারের ও এমালগামেশন সহ বিভিন্ন বিষয়ে মূলধনী লাভ, লোকসান সমন্বয় এবং স্থায়ী সম্পদের অবলোপিত মূল্য নিরূপনের যথাযথ পূর্ণাঙ্গ বিধান আন্তর্জাতিক বেস্ট প্রাক্টিসের আলোকে প্রস্তাবিত আইনে সন্নিবেশ করা;

সংযুক্তি: আন্তর্জাতিক সর্বোত্তম চর্চা।

খসড়া আয়কর আইন ২০২২ এর গুরুত্বপূর্ণ কতিপয় ধারার ওপর এফবিসিসিআইয়ের প্রস্তাবনা নিম্নে দেয়া হলো। খসড়া আইনে অন্যান্য ধারাসমূহ এফবিসিসিআই এর উপরোল্লিখিত মৌলিক প্রস্তাবনা এবং সংযুক্ত আন্তর্জাতিক সর্বোত্তম চর্চার আলোকে পুনর্বিবেচনা করার প্রস্তাব করছি।

ক্রমিক নং	বিষয়	বিদ্যমান ধারা	প্রস্তাবিত আইনের ধারা	পরিবর্তনের প্রস্তাব	পরিবর্তনের পক্ষে যুক্তি
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)
১।	মার্জার এন্ড এমালগামেশন (M & A) এর বিধান সন্নিবেশ।	২(২)	অনুপস্থিত	বিদ্যমান অধ্যাদেশের অনুরূপ মার্জার এন্ড এমালগামেশন এর সংজ্ঞা প্রস্তাবিত আইনে সন্নিবেশ করা যেতে পারে। আন্তর্জাতিক বেস্ট প্রাক্টিস এর আলোকে এ সংক্রান্ত পূর্ণাঙ্গ বিধান প্রণয়নের জন্য মূলধনী লাভ, লোকসান সমন্বয় এবং স্থায়ী সম্পদের অবলোপিত মূল্য নিরূপনের যথাযথ বিধান সন্নিবেশের প্রয়োজন হবে।	বিদ্যমান কর্পোরেট কালচারে কোম্পানিসমূহের মার্জার এন্ড এমালগামেশন এর গুরুত্ব উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ সম্পর্কিত আয়কর আইনে সুনির্দিষ্ট বিধান না থাকলে মার্জারপূর্ব কোম্পানিসমূহ ও মার্জারোত্তর কোম্পানির আয়কর নির্ধারণে জটিলতা দেখা দিবে। বিষয়টি সুস্পষ্ট করে প্রস্তাবিত আইনে প্রয়োজনীয় বিধান আনা প্রয়োজন।

ক্রমিক নং	বিষয়	বিদ্যমান ধারা	প্রস্তাবিত আইনের ধারা	পরিবর্তনের প্রস্তাব	পরিবর্তনের পক্ষে যুক্তি
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)
২।	ডিমার্জার সংক্রান্ত বিধান সন্নিবেশ।	নাই	নাই	ডিমার্জারের সংজ্ঞা এবং সেই সংক্রান্ত পূর্ণাঙ্গ বিধান প্রণয়নের জন্য মূলধনী লাভ, লোকসান সমন্বয় এবং স্থায়ী সম্পদের অবলোপিত মূল্য নিরূপনের যথাযথ বিধান সন্নিবেশের প্রয়োজন হবে।	বিদ্যমান কর্পোরেট কালচারে কোম্পানিসমূহের ডিমার্জার এর গুরুত্ব উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ সম্পর্কিত আয়কর আইনে সুনির্দিষ্ট বিধান না থাকলে আয়কর নির্ধারণে জটিলতা দেখা দিবে। বিষয়টি সুস্পষ্ট করে প্রস্তাবিত আইনে প্রয়োজনীয় বিধান আনা প্রয়োজন।
৩।	বাড়িভাড়া আয় নিরূপনের স্বেচ্ছা ক্ষমতা পরিহার	২(৩)	২১(১) (খ)	যৌক্তিকভাবে প্রাপ্য ভাড়ার পরিমানের সুস্পষ্ট সংজ্ঞা প্রদান করা।	যৌক্তিকভাবে প্রাপ্য ভাড়া কি তা সংজ্ঞায়িত করা হয়নি। বিদ্যমান অধ্যাদেশে ২ (৩) ধারাতে এনুয়াল ভ্যালুর সংজ্ঞা দেয়া আছে। প্রস্তাবিত আইনে অনুরূপ বিধান রাখা যেতে পারে।
৪।	পারকুইজিট এর সংজ্ঞা যথাযথ স্থানে রাখা	২ (৪৫)	১৫(৫), ৩৫৩ (৪৫)	সংজ্ঞাটি ১৫(৫) এর স্থলে কেবলমাত্র ৩৫৩(৪৫) এ আনা যেতে পারে।	প্রস্তাবিত আইনে এটি চাকুরী হতে আয় বিভাগে (বিভাগ ২, ২য় অধ্যায়) আনা হয়েছে। বিদ্যমান অধ্যাদেশে এটি ধারা ২ (৪৫) এর সাধারণ সংজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত। বেতন আয় ছাড়াও ব্যবসার আয় পরিগণনায় পারকুইজিটের ব্যবহার আছে। বিদ্যমান আইনে ৩০(ই) ধারায় ও প্রস্তাবিত আইনে ৪৩(১) (ঘ) ধারায় ব্যবসা আয়ের ক্ষেত্রে পারকুইজিটের সীমা আছে। এমতাবস্থায়, পারকুইজিটের সংজ্ঞাটি সুনির্দিষ্টভাবে ১৫(৫) এর স্থলে কেবলমাত্র ৩৫৩(৪৫) এ আনা যেতে পারে।
৫।	জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের অবস্থান সম্পর্কিত	৩	৩১৮, ১৯৯	(ক) ধারা ৩১৮ এর ক্রুজ (খ) বিলোপ করা। (খ) তদন্তকারী কর্তৃপক্ষের তালিকা সংক্রান্ত ১৯৯ ধারার দফা (ক) এর উপ দফা (অ) বিলোপ করা যেতে পারে।	(ক) বিদ্যমান অধ্যাদেশের ৩ ধারায় আয়কর কর্তৃপক্ষের তালিকা আছে, যার প্রথম ব্যক্তি NBR ও তার পরে কর কমিশনার ও অন্যান্য অধীনস্থ কর্তৃপক্ষ। প্রস্তাবিত আইনের ৩১৮ ধারায় জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের পরে ও কর কমিশনারের আগে সদস্য (কর) এর নাম আনা হয়েছে। সদস্য (কর) এনবিআর কর্তৃপক্ষের অংশ Presidential Order 76 of 1972 অনুযায়ী এনবিআর গঠিত। যেখানে বলা হয়েছে NBR Comprises of Chairman and members। সেক্ষেত্রে এনবিআর কর্মকর্তারা এনবিআর- এর ক্ষমতাবলে কাজ করবেন। উল্লেখ্য প্রস্তাবিত আইনে সদস্য (কর) ছাড়া এনবিআর এ কর্মরত First Secretary, Second Secretary দের নাম নাই। এনবিআর একটি নীতি নির্ধারণী সংস্থা। আয়কর Enforcement এর দায়িত্ব এর আওতা বহির্ভূত থাকা বাঞ্ছনীয়। Policy is to be neutral of enforcement.

ক্রমিক নং	বিষয়	বিদ্যমান ধারা	প্রস্তাবিত আইনের ধারা	পরিবর্তনের প্রস্তাব	পরিবর্তনের পক্ষে যুক্তি
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)
					(খ) প্রস্তাবিত আইনে ১৯৯ ধারায় তদন্তকারী কর্তৃপক্ষ হিসাবে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডকে আনা হয়েছে। তদন্ত পরিচালনার জন্য কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সেল, কর পরিদর্শন পরিদপ্তর, আঞ্চলিক কর কমিশনার ও তাঁর অধীনস্থদের ক্ষমতা দেয়া আছে। এনবিআর নিজ ক্ষমতাবলে অধিনস্তদের তদন্তের নির্দেশ দিতে পারে। তদন্ত পরিচালনা একটি Enforcement work যার দায়িত্ব জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের পালন করা উচিত নয়।
৬।	আয়কর আপীলাত ট্রাইব্যুনাল পুনর্গঠন।	১১	৩২৭	ট্রাইব্যুনালের দুই জন সদস্যের মধ্যে একজন কর বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত কমিশনার বা তদুর্ধ্ব পদের কর্মকর্তা, বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তা, অভিজ্ঞ চার্টার্ড একাউন্ট্যান্ট বা আইনজীবিকে নিয়োগ দেয়া। এছাড়াও বিদ্যমান কর কর্মকর্তাদের ভিতরে নিয়োগপ্রাপ্ত ট্রাইব্যুনালের সদস্যদের বিদ্যমান অধ্যাদেশের বিধান অনুযায়ী কর কমিশনার হিসাবে অন্তত এক বছরের দায়িত্ব পালনের শর্ত প্রস্তাবিত আইনে অব্যাহত রাখা।	বিদ্যমান অধ্যাদেশের ১১(৩) ধারায় প্রস্তাবিত ব্যক্তিদের ট্রাইব্যুনালের সদস্য হিসেবে নিয়োগের বিধান আছে কিন্তু পদস্থ করা হয়নি। করদাতাগণের ন্যায্য বিচারের স্বার্থে এবং ট্রাইব্যুনাল যাতে প্রভাবমুক্ত ভূমিকা পালন করতে পারে সেজন্য কর বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত কমিশনার বা তদুর্ধ্ব পদের কর্মকর্তা, বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তা, অভিজ্ঞ চার্টার্ড একাউন্ট্যান্ট বা আইনজীবিকে নিয়োগ দেয়া যেতে পারে।
৭।	কর ধার্যকরনের ভিত্তি	১৬	২	বিশেষ ক্ষেত্রে আয়বর্ষ ব্যতিত অন্য মেয়াদের উপর কর আরোপের বিদ্যমান বিধানটি প্রস্তাবিত আইনে আনা হয়নি। প্রস্তাবিত আইনে এই বিধান সন্নিবেশ করা যেতে পারে।	বাংলাদেশ ত্যাগবাদী ব্যক্তি বা বন্ধ হয়ে যাওয়া ব্যবসা এর বেলায় করবর্ষকে আয়বর্ষ গণ্য করে তার ভিত্তিতে কর ধার্যের বিধান প্রস্তাবিত আয়কর আইনে অব্যাহত রাখা যেতে পারে।
৮।	বাংলাদেশে ভোগ্য কোন পণ্য বা সেবা বাংলাদেশে উপচিত বা উদ্ভূত আয় বলিয়া গণ্য	১৮(২)	১১ (২) (চ)	কেবলমাত্র সেবার ক্ষেত্রে বিধানটি বহাল রেখে পণ্যের ক্ষেত্রে বাংলাদেশে কর আরোপযোগ্য নয়। এরূপ প্রস্তাবিত আইনটি সংশোধন করা যেতে পারে।	বাংলাদেশে আমদানিকৃত ভোগ্য কোন পণ্য, বাংলাদেশে উপচিত বা উদ্ভূত আয় হিসাবে গণ্য হলে বাংলাদেশে তার আয় কর আরোপ হবে। বাংলাদেশে ভোগ্য কোন পণ্য বাংলাদেশে উপচিত বা উদ্ভূত আয় বলিয়া গণ্য হলে এর প্রভাব সরাসরি পড়বে আমাদের শিক্ষা, প্রযুক্তি, শিল্প, এবং অর্থনীতিতে। তদুপরি বাংলাদেশে বছরে প্রায় ৫০ বিলিয়ন ডলারের পণ্য



ক্রমিক নং	বিষয়	বিদ্যমান ধারা	প্রস্তাবিত আইনের ধারা	পরিবর্তনের প্রস্তাব	পরিবর্তনের পক্ষে যুক্তি
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)
					আমদানি করা হয়। এসব ক্ষেত্রে আমদানিকারকরা উৎসে আয়কর দিয়ে থাকেন। প্রস্তাবিত বিধানে এসব পণ্যের বিদেশী সরবরাহকারী/রপ্তানীকারকরা বাংলাদেশে কর আরোপের আওতায় পড়বে। যা কোন ক্ষেত্রেই কাম্য নয়।
৯।	পারকুইজিটের মূল্য নির্ধারণ	ধারা-২১, বিধি ৩৩এ থেকে ৩৩ জে	১৬	<p>(ক) বিষয়টি মূল আইনের পরিবর্তে বিধিতে আনা যেতে পারে।</p> <p>(খ) ক্রমিক নং-১ এ আবাসন সুবিধার মূল্য বার্ষিক মূল্যের আলোকের পরিবর্তে বিদ্যমান মূল বেতন ও মাসিক বাড়িভাড়া ভাতার আলোকে করা যেতে পারে।</p> <p>(গ) ক্রমিক নং-২ (খ) “নয়” শব্দটি ভুলবশত আনা হয়েছে যা বাদ দেয়া যেতে পারে।</p>	<p>(ক) বেতন ভাতার বিষয়টি পরিবর্তনশীল দ্রব্যমূল্য, সরকারি পে স্কেল, মজুরী কমিশনের সুপারিশ ইত্যাদির আলোকে বেতন ও সুবিধাদি কয়েক বছর পর পর পরিবর্তন করা হয়। কখনও কখনও এটি অর্থবছরের মাঝামাঝি করা হয়। যখন সংসদে আইন করে এর পরিবর্তন কষ্টসাধ্য।</p> <p>বিদ্যমান অধ্যাদেশের ১৮৫(২)(ডি) ধারা ও প্রস্তাবিত আইনের ৩১৬ (২) (ঘ) ধারা পারকুইজিটের মূল্য নির্ধারণের বিষয়টি বিধি দ্বারা নির্ধারণের বিধান অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে। এমতাবস্থায়, পারকুইজিটের মূল্য নির্ধারণ সংক্রান্ত প্রস্তাবিত আইনে ধারা ১৬ বিলোপ করে বিষয়টি বিধি ধারা নির্ধারণ করা যেতে পারে।</p> <p>(খ) আবাসন সুবিধার মূল্য নির্ধারণ সংক্রান্ত বিষয়টি ‘বার্ষিক মূল্য’ এর ভিত্তিতে করা হয়েছে। প্রস্তাবিত আইনে ‘বার্ষিক মূল্য’ এর সংজ্ঞা নাই। বিদ্যমান আইনের বিষয়টি বিধি ৩৩ এ তে রাখা আছে। এতে মূল বেতনের ৫০% বা মাসিক ২৫,০০০ টাকা এর অংক আছে। বার্ষিক মূল্য নির্ধারণের ব্যাপারটি কর কর্তৃপক্ষের ‘স্বেচ্ছাক্রমতামত’। যাতে হয়রানি ও স্বচ্ছতার সমস্যা দেখা দিবে। এমতাবস্থায়, প্রস্তাবিত পদ্ধতি বাতিল করে বিধি ৩৩এ এর অনুরূপ বিধান রেখে এটি বিধিতে সন্নিবেশ করা যেতে পারে।</p> <p>(গ) ক্রমিক নং ২ (খ) তে ‘নয়’ শব্দটি ভুলবশত আনা হয়েছে। এ বিষয়টি বিধিতে এনে ‘নয়’ শব্দটি বিলোপ করা যেতে পারে।</p>
১০।	অনুরূপ অন্যান্য বিধানাবলী মূল আইনের পরিবর্তে বিধিতে সন্নিবেশকরণ।	বিভিন্ন বিধিমালায়	বিভিন্ন ধারা	পদ্ধতিগত বিষয়গুলি মূল আইনের পরিবর্তে বিধিতে সন্নিবেশ করা।	পদ্ধতিগত বিষয়গুলি পরিবর্তনশীল। কখনও কখনও এটি অর্থবছরের মাঝামাঝি করা হয়। যখন সংসদে আইন করে এর পরিবর্তন কষ্টসাধ্য।

ক্রমিক নং	বিষয়	বিদ্যমান ধারা	প্রস্তাবিত আইনের ধারা	পরিবর্তনের প্রস্তাব	পরিবর্তনের পক্ষে যুক্তি
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)
১১।	গৃহ সম্পত্তি/ভাড়া হইতে আয় সম্পর্কিত	২৪(২)	১৯, ২০	<p>(ক) গৃহ সম্পত্তি/ভাড়া হইতে আয়ের ক্ষেত্রে প্রস্তাবিত আইনের ১৯ ধারায় গৃহ সম্পত্তির মালিকানা ও ভাড়া দেয়ার বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে।</p> <p>(খ) বাড়ি ভাড়া খালির ক্ষেত্রে শূন্য ভাতা অনুমোদনযোগ্য বিয়োজন হিসেবে সংযোজন করা।</p> <p>(গ) প্রস্তাবিত আইনে ২০(৩) ধারায় প্রকৃতি শব্দটির পর 'আবাসন' শব্দটি সন্নিবেশ করা যেতে পারে।</p> <p>(ঘ) তবে শর্ত থাকে যে, কোন কোম্পানি যদি ভাড়া প্রদান ব্যবসায়িক কার্যক্রমের অংশ হয় তাহা ব্যবসা হতে আয় হিসেবে পরিগণিত হবে এসব শর্তাংশে সংযোজন করা যেতে পারে।</p>	<p>(ক) বিদ্যমান অধ্যাদেশে যে ব্যক্তি মালিক (of which he is the owner) এবং which he is let out শব্দাবলী অন্তর্ভুক্ত আছে। ফলে মালিক ব্যতীত অন্য কারো 'গৃহ সম্পত্তি' আয় আসে না। সাবলেট কে গৃহ সম্পত্তি আয় বহির্ভূত রাখা হয়েছে। ফলে তারা উল্লেখযোগ্য বিধিবদ্ধ 'মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষন' খরচ প্রাপ্য হন এবং প্রস্তাবিত আইনে এই মালিকানার বিষয়টি না আসলে এতে জটিলতা সৃষ্টি হবে।</p> <p>এছাড়া ভাড়া দেয়া না হলে গৃহসম্পত্তি আয় আসবেনা এরূপ বিধান থাকা যুক্তিযুক্ত।</p> <p>(খ) বিদ্যমান অধ্যাদেশের ২৫(১) (জে) ধারায় শূন্যতা ভাতা বিয়োজনযোগ্য খরচ হিসেবে অনুমোদিত হয়। প্রস্তাবিত আইনে এরূপ কোন বিধান রাখা হয়নি।</p> <p>প্রস্তাবিত আইনে শূন্যতা ভাতা অনুমোদনযোগ্য করে প্রয়োজনীয় বিধান সন্নিবেশন করা যেতে পারে।</p> <p>(গ) এতে করে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা যাবে।</p> <p>(ঘ) অনেক কোম্পানির ভাড়া প্রদান একটি ব্যবসায়িক কার্যক্রম। সেক্ষেত্রে তা 'ভাড়া হইতে আয়' হিসেবে পরিগণিত হলে কোম্পানি তার আয় একাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড অনুসরণপূর্বক যে আয় পরিগণিত হয় তার সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ হবে। তাই তা ব্যবসা হতে আয় হিসেবে পরিগণিত হওয়া যুক্তিসংগত।</p>
১২।	কৃষি আয় এর কতিপয় সংশোধন	২৭(১)(সি)(২), ২(১),	২৬, ২৯(১) (ঘ)	'কৃষি আয়' এর সংজ্ঞা সংযোজন ও মুনাফা নির্ধারণ যৌক্তিক হারে করা	(ক) কৃষি আয় এর সংজ্ঞা বিদ্যমান অধ্যাদেশের ধারা ২(১) তে বিস্তারিত ভাবে দেয়া হয়েছে। প্রস্তাবিত আইনে এর সংজ্ঞা দেয়া হয়নি। বিদ্যমান অধ্যাদেশের ধারা ২(১)(৪) জমি লিজ/বর্গা প্রদানে কৃষি আয় এর অন্তর্ভুক্ত করা আছে। প্রস্তাবিত আইনে বিষয়টি অনুপস্থিত। বাস্তবতায় বাংলাদেশে কৃষি বর্গার বিষয়টি ব্যাপক প্রচলিত। বেশীরভাগ ক্ষেত্রে জমির মালিক ও চাষাবাসকারী ভিন্ন



ক্রমিক নং	বিষয়	বিদ্যমান ধারা	প্রস্তাবিত আইনের ধারা	পরিবর্তনের প্রস্তাব	পরিবর্তনের পক্ষে যুক্তি
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)
					<p>ব্যক্তি। উৎপাদন মূল্যের সুবিধা তারা নিজেরা ভাগ করে নেন বা মাসিক বার্ষিক নির্ধারিত লিজ চাষীর কাছ থেকে পেয়ে থাকেন। বর্গাদারের আয়কে কৃষি আয়ের অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে।</p> <p>(খ) বিদ্যমান অধ্যাদেশের ২৯(১)(সি)(২) ও প্রস্তাবিত আইনের ২৯(১)(২) ধারার হিসাবপত্রের অবর্তমানে উৎপাদন মূল্যের ৪০% নিট কৃষি আয় করা হয়েছে। উপকরণ মূল্যের বৃদ্ধি, মজুরী বৃদ্ধি, বাজারজাতকরণ এর প্রাতিষ্ঠানিক অপ্রতুলতা বিবেচনায় এই নিট আয়ের হার অনেক বেশী।</p> <p>‘নিট আয়’ এর হার উৎপাদন মূল্যের ৪০% এর স্থলে ১০% করে প্রস্তাবিত আইনে ধারা ২৭(১)(৪) সংশোধন করা যেতে পারে।</p>
১৩।	ব্যবসা আয় এর অনুমোদনযোগ্য খরচ	২৯(১) (২৭)	৩৭(১)(ক)	(ক) প্রস্তাবিত আইনের ৩৭(১)(ক) ক্লজটি ৩৭(১) ধারার শেষ ক্লজে স্থানান্তর।	<p>(ক) ব্যবসার অনুমোদনযোগ্য খরচের তালিকা বিদ্যমান অধ্যাদেশের ২৯(১) ধারায় ও প্রস্তাবিত আইনের ৩৭(১) ধারায় বলা হয়েছে। বিদ্যমান অধ্যাদেশে অন্যান্য নির্দিষ্ট অনুমোদনযোগ্য ব্যবসার খরচ বলার পর শেষ ক্লজে মূলধনী বা ব্যক্তিগত প্রকৃতির নয় এমন খরচের কথা Omnibus (২৭) ক্লজে বলা হয়েছে। প্রস্তাবিত আইনে এটি প্রথমেই আনা হয়েছে। পরে অন্যান্য নির্দিষ্ট অনুমোদনযোগ্য ব্যবসার খরচের কথা বলা হয়েছে।</p> <p>এতে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হবে। বিদ্যমান অধ্যাদেশের ন্যায় এই বিধানটি ৩৭(১) ধারার প্রথম ক্লজের পরিবর্তে শেষ ক্লজ হিসাবে আনা যেতে পারে।</p>
১৪।	ব্যবসার অনুমোদনযোগ্য ব্যয় গ্রাহ্য সংক্রান্ত স্বেচ্ছা ক্ষমতা পরিহার	নাই	৩৭(২)	প্রস্তাবিত ৩৭(২) ধারা বিলুপ্ত করা।	<p>প্রস্তাবিত আইনে ৩৭(২) ধারায় সব খরচের ব্যবসায়িক যৌক্তিকতা যাচাইয়ের কথা বলা হয়েছে। বিদ্যমান অধ্যাদেশে এরূপ কোন বিধান নেই। এর ফলে স্বেচ্ছাক্ষমতার অব্যবহারিত বৃদ্ধির আশংকা আছে। এতে হয়রানি ও এই বিধানের ব্যাপক অপব্যবহারের আশংকা আছে। প্রস্তাবিত আইনের ৩৭(২) ধারা বিলোপ করা যেতে পারে।</p>
১৫।	ব্যবসার খরচ অগ্রাহ্য করার স্বেচ্ছা ক্ষমতা	৩০এ	৩১, ৪৪	‘সুনির্দিষ্ট’ শব্দটি কারণ দর্শানোর আগে সংযোজন করা।	<p>অনেক ক্ষেত্রেই আয়কর কর্মকর্তা সাধারণ নোটিশের মাধ্যমেই খরচ অননুমোদন বা আয় বৃদ্ধি করে থাকেন। সুনির্দিষ্ট তথ্য প্রমাণ ব্যতিত এ ধরনের</p>

ক্রমিক নং	বিষয়	বিদ্যমান ধারা	প্রস্তাবিত আইনের ধারা	পরিবর্তনের প্রস্তাব	পরিবর্তনের পক্ষে যুক্তি												
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)												
	পরিহার				সংযোজন রহিত করে ধারা দুইটি সংশোধন করা যেতে পারে।												
১৬।	অননুমোদিত ব্যবসায়িক খরচ পুনরায় রিভার্স হলে তাকে কর আরোপ বহির্ভূত রাখার বিধান আনয়ন।	নাই	নাই	প্রস্তাবিত আইনের ধারা ৪২-এর পর নিম্নোক্ত বিধান সংযুক্ত করে আরেকটি ধারা সংযোজনের প্রস্তাব করা হলো। “যে আয়ের উপরে একবার কর আরোপ করা হইয়াছে তাহার উপর পুনরায় কর আরোপিত হইবে না”।	বর্তমান আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এবং প্রস্তাবিত আইনে সঞ্চিত খরচসমূহ (উদাহরণস্বরূপ- রয়্যালটি, অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি, শ্রমিক কল্যাণ মুনাফা তহবিল, আনুতোষিক) অনুমোদনযোগ্য খরচ হিসেবে বিবেচিত হয়। ফলে এ্যাসেসমেন্টের সময়ে উক্ত খরচসমূহ আয় হিসেবে গণ্য করা হয়। পরবর্তীতে কোনো কারণে উক্ত খরচসমূহ রিভার্স করা হলে পুনরায় উহা আয় হিসেবে গণ্য করা হয়। যার ফলে একই আয়ের উপরে করদাতাকে দুই বার আয়কর প্রদান করতে হয়।												
১৭।	অগ্রাহ্যকৃত ব্যবসায়িক খরচের উপর বিশেষ হারের পরিবর্তে সাধারণ হারে কর আরোপ	৩০ বি	৪৫	ধারা ৪৫ বিলোপ করা যেতে পারে।	কোন ব্যবসা আয় ঐ ব্যবসার জন্য নির্ধারিত হারে করারোপযোগ্য হওয়া উচিত। ঐ ব্যবসা আয় নিরূপনকালে কোন খরচ অগ্রাহ্য করলে অগ্রাহ্যকৃত অংক ঐ ব্যবসার মোট আয়ের সঙ্গে সংযোজিত হয়। সংযোজিত আয় ঐ ব্যবসার মোট আয় হিসাবে গণ্য হয়। যেহেতু কর হার মোট আয়ের উপর আরোপিত হয় সুতরাং অগ্রাহ্যকৃত অংক মোট আয়ের অংশ হিসাবে পরিগণিত বিধায় ঐ ব্যবসার হারেই তা করারোপিত হওয়া উচিত।												
১৮।	ব্যবসার অনুমোদনযোগ্য খরচের সীমা	৩০(এফ)(৪), ৩০(আই), ৩০ (এম), ৩০(এফ), ৩০(ঙ) নাই	৪৩(১) (জ), ৪৩(১)(ঞ), ৪৩(১)(ট), ৪৩(১)(ঠ), ৪৩(১)(ডি), ৪৩(১) (দ)	এই ক্লজসমূহ সংশোধন/বিলোপের (ক্ষেত্র অনুযায়ী) করা।	বিদ্যমান অধ্যাদেশের ৩০ ধারা এবং প্রস্তাবিত অধ্যাদেশে ৪৩ ধারায় ব্যবসার অনুমোদনযোগ্য কতিপয় খরচের সীমারেখা আছে। বিদ্যমান তথা প্রস্তাবিত কিছু বিধান বাংলাদেশের বাস্তবতায় পরিপালন করা সম্ভব নয়। নিম্নে তা বর্ণিত হলো: <table border="1"> <thead> <tr> <th>ক্রমিক নং</th> <th>বিদ্যমান আইনের ধারা</th> <th>প্রস্তাবিত আইনের ধারা</th> <th>বিষয়</th> <th>প্রস্তাব</th> <th>যুক্তি</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>(১)</td> <td>৩০(এফ) (৪)</td> <td>৪৩(১) (ক)</td> <td>ফ্রি সম্প্রদায়</td> <td>নিরূপিত টার্ণওভারের শতকরা ভিত্তিক করা যেতে পারে।</td> <td>টার্ণওভার ভিত্তিক কিন্তু নিরূপিত বা প্রদর্শিত তা বলা হয়নি</td> </tr> </tbody> </table>	ক্রমিক নং	বিদ্যমান আইনের ধারা	প্রস্তাবিত আইনের ধারা	বিষয়	প্রস্তাব	যুক্তি	(১)	৩০(এফ) (৪)	৪৩(১) (ক)	ফ্রি সম্প্রদায়	নিরূপিত টার্ণওভারের শতকরা ভিত্তিক করা যেতে পারে।	টার্ণওভার ভিত্তিক কিন্তু নিরূপিত বা প্রদর্শিত তা বলা হয়নি
ক্রমিক নং	বিদ্যমান আইনের ধারা	প্রস্তাবিত আইনের ধারা	বিষয়	প্রস্তাব	যুক্তি												
(১)	৩০(এফ) (৪)	৪৩(১) (ক)	ফ্রি সম্প্রদায়	নিরূপিত টার্ণওভারের শতকরা ভিত্তিক করা যেতে পারে।	টার্ণওভার ভিত্তিক কিন্তু নিরূপিত বা প্রদর্শিত তা বলা হয়নি												

ক্রমিক নং	বিষয়	বিদ্যমান ধারা	প্রস্তাবিত আইনের ধারা	পরিবর্তনের প্রস্তাব	পরিবর্তনের পক্ষে যুক্তি					
					(২)	৩০	৪৩(১) (ঙ)	ইনট্যান্সি জবলস এর ব্যয় অনুমোদন সীমা সংক্রান্ত	প্রস্তাবিত আইনের ধারা ৪৩(ঙ)(ই)- তে উল্লেখিত, ইনট্যান্সি স ব্যবহারের জন্য নির্বাহকৃত অন্য যে কোন ফি” শব্দসমূহ বিলোপ করার জন্য সুপারিশ করা হল।	প্রস্তাবিত আইনের ধারা ৪৩(ঙ)(ই)-তে ইনট্যান্সি ব্যবহারের জন্য নির্বাহকৃত অন্য যেকোনো ফি এর অনুমোদিত খরচের নির্দিষ্ট সীমা নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে। কিন্তু, বাস্তবে, ইনট্যান্সি সম্পদে বিনিয়োগের পরিমাণ সাধারণত অধিক হয়ে থাকে। প্রস্তাবিত আইনের ধারা ৪৩(১)(ঙ) অনুযায়ী করদাতা কোম্পানী উক্ত বিনিয়োগ সম্পূর্ণ অর্থ অবলোপন হিসাবে আয়ের সাথে সমন্বয় করতে পারবে না। যার ফলে করদাতার করের পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে যা বিনিয়োগে
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(২)	৩০	৪৩(১) (ঙ)	ইনট্যান্সি জবলস এর ব্যয় অনুমোদন সীমা সংক্রান্ত	প্রস্তাবিত আইনের ধারা ৪৩(ঙ)(ই)- তে উল্লেখিত, ইনট্যান্সি স ব্যবহারের জন্য নির্বাহকৃত অন্য যে কোন ফি” শব্দসমূহ বিলোপ করার জন্য সুপারিশ করা হল।	প্রস্তাবিত আইনের ধারা ৪৩(ঙ)(ই)-তে ইনট্যান্সি ব্যবহারের জন্য নির্বাহকৃত অন্য যেকোনো ফি এর অনুমোদিত খরচের নির্দিষ্ট সীমা নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে। কিন্তু, বাস্তবে, ইনট্যান্সি সম্পদে বিনিয়োগের পরিমাণ সাধারণত অধিক হয়ে থাকে। প্রস্তাবিত আইনের ধারা ৪৩(১)(ঙ) অনুযায়ী করদাতা কোম্পানী উক্ত বিনিয়োগ সম্পূর্ণ অর্থ অবলোপন হিসাবে আয়ের সাথে সমন্বয় করতে পারবে না। যার ফলে করদাতার করের পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে যা বিনিয়োগে



ক্রমিক নং	বিষয়	বিদ্যমান ধারা	প্রস্তাবিত আইনের ধারা	পরিবর্তনের প্রস্তাব	পরিবর্তনের পক্ষে যুক্তি						
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)						
											করদাতাদের নিরঙ্কুশসাহিত করবে। এর ফলে দেশের সামগ্রিক অর্থনীতি ও ব্যবসার উপর বিরূপ প্রভাব ফেলতে পারে।
					(৩)	৩০(আই)	৪৩(১) (৬৯)	কর্মচারী দের বেতন ব্যাংকিং চ্যানেলে প্রদান	করমুক্ত আয়ের সীমার আলোকে ৪০,০০০ টাকার উর্ধ্বের বেতনের ক্ষেত্রেই কেবল এই বাধ্যবাধকতা রাখা যেতে পারে।	বিদ্যমান অধ্যাদেশের মাসিক ২০,০০০ টাকার উর্ধ্বের ক্ষেত্রে ব্যাংকিং চ্যানেলে প্রদানের বাধ্যবাধকতা আছে। প্রস্তাবিত আইনে এর কোন সীমা নেই। ফলে স্বল্প বেতনভোগী কর্মচারীরা অসুবিধায় পড়বে।	
					(৪)	৩০(আই আই)	৪৩(১)(ঠ)	কাঁচামাল ক্রয়ের ক্ষেত্রে নগদ ক্রয়ের সীমা বিদ্যমান আইনে ৫০ লক্ষ	বিদ্যমান অধ্যাদেশের ৫ লক্ষ টাকা সীমা বহাল রাখা।	বর্তমান অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপট বিবেচনায় নগদ লেনদেনের এই সীমা বাস্তবসম্মত।	

ক্রমিক নং	বিষয়	বিদ্যমান ধারা	প্রস্তাবিত আইনের ধারা	পরিবর্তনের প্রস্তাব	পরিবর্তনের পক্ষে যুক্তি					
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)					
								টাকার পরিবর্তে প্রস্তাবিত আইনে ৫০ হাজার টাকা করা হয়েছে।		
					(৫)	৩০(১)(৩)	৪৩(১)(ড)	অর্থ পরিশোধে র ক্ষেত্রে টিআইএন থাকার বাধ্যবাধ কতা	প্রস্তাবিত বিধান সংশোধন করে ডিস্ট্রিবিউটর, মোবাইল ফোন রিচার্জ ও পরামর্শক, ক্যাটারিং ফি এর ক্ষেত্রে এই বাধ্যবাধকতা সীমিত করা যেতে পারে।	বিদ্যমান অধ্যাদেশে ৩টি ক্ষেত্রে টিআইএন এর ক্ষেত্রে টিআইএন ব্যতিরেকে অর্থ পরিশোধের উপর নিষেধাজ্ঞা আছে। প্রস্তাবিত আইনে সকল ক্ষেত্রে এই আইনের বাধ্যবাধকতা আনা হয়েছে। যা বাস্তবসম্মত নয়। ব্যবসায়ীদের সকল vendor যাচাই করার সক্ষমতা নেই।
					(৬)	নাই	৪৩(১) (দ)	শ্রমিক অংশগ্রহণ মুনাফা তহবিলে অর্থ প্রদানকে ব্যবসার	প্রস্তাবিত আইনের এই ক্লজ বিলোপ করা যেতে পারে।	শ্রমিক অংশগ্রহণ মুনাফা খরচ অগ্রাহ্য করা হয়েছে। অথচ শ্রম আইন ২০০৬ এর

ক্রমিক নং	বিষয়	বিদ্যমান ধারা	প্রস্তাবিত আইনের ধারা	পরিবর্তনের প্রস্তাব	পরিবর্তনের পক্ষে যুক্তি				
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)				
							অনুমোদন যোগ্য খরচ করা।		২৩২ ধারায় এই খরচের বাধ্যবাধকতা আছে। এই তহবিলের প্রদত্ত অংকের একটি অংশ সরকারি তহবিলে জমা করা হয়। সুতরাং এই খরচ ব্যবসা আয়ের ক্ষেত্রে অনুমোদনযোগ্য হওয়া উচিত।
১৯।	হিসাব রক্ষণ অগ্রাহ্য করার স্বেচ্ছা ক্ষমতা পরিহার	৩৫	৬৮(১)	প্রস্তাবিত আইনের ৬৮(১) ধারা বিলোপ	বিদ্যমান অধ্যাদেশের ৩৫ ধারা অনুসারে করদাতা সঠিক হিসাব রক্ষণ করলে তার ভিত্তিতে আয় নিরূপনের বিধান আছে। প্রস্তাবিত আইনে ৬৮(১) ধারায় যথাযথ হিসাব থাকা সত্ত্বেও কোন খরচকে অযাচাইযোগ্য গণ্য করে তা অগ্রাহ্য করার অব্যাহতি ক্ষমতা আয়কর কর্তৃপক্ষকে দেয়া হয়েছে। বিদ্যমান অধ্যাদেশে এরূপ বিধান নাই। এতে আয়কর কর্তৃপক্ষের স্বেচ্ছাক্ষমতার অপব্যবহার বৃদ্ধির আশংকা আছে। এতে করদাতা ও কর কর্তৃপক্ষের মধ্যে দূরত্ব বৃদ্ধি পাবে। প্রস্তাবিত আইনের ৬৮(১) ধারা বিলোপ করা যেতে পারে।				
২০।	লোকসানের সমন্বয় এবং জের টানা	৩৭	৬২	প্রস্তাবিত আইনের ধারা ৬২(১) এ উল্লিখিত, “কোন করবর্ষে কোন খাতের নিরূপিত লোকসান অন্য খাতের মুনাফার সাথে সমন্বয় করা যাইবে” এর স্থলে “ধারা ৬২(২) এর শর্ত সাপেক্ষে, কোন করবর্ষে কোন খাতের নিরূপিত লোকসান অন্য খাতের নিরূপিত মুনাফার সাথে সমন্বয় করা যাইবে।”	বিদ্যমান অধ্যাদেশে নিম্নলিখিত ক্ষেত্র ব্যতিত এক উৎসের লোকসান অন্য উৎসের মুনাফা/আয়ের সাথে সমন্বয় করা যায়: (ক) মূলধনী লোকসান অন্য কোন আয়ের সাথে সমন্বয়যোগ্য নয়। (খ) কর অব্যাহতিযোগ্য কোন উৎসের লোকসান, করযোগ্য কোন আয়ের সাথে সমন্বয়যোগ্য নয়। (গ) ব্যবসা আয়ের লোকসান গৃহসম্পত্তি আয়ের সাথে সমন্বয়যোগ্য নয়। (ঘ) যেকোন উৎসের আয় তামাকজাত পণ্যের ব্যবসার লোকসানের সাথে সমন্বয়যোগ্য নয়। প্রস্তাবিত আইনে ব্যবসা আয়ের লোকসান কেবলমাত্র ব্যবসার মুনাফার সাথে				



ক্রমিক নং	বিষয়	বিদ্যমান ধারা	প্রস্তাবিত আইনের ধারা	পরিবর্তনের প্রস্তাব	পরিবর্তনের পক্ষে যুক্তি
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)
				প্রতিস্থাপন।	সমন্বয়যোগ্য করা হয়েছে। অথচ বিদ্যমান আইনে ব্যবসায়িক লোকসান সমন্বয়যোগ্য। ব্যবসায় নিট মুনাফা হতে অর্জিত অর্থ অন্যান্য খাতে বিনিয়োগের উৎস। ফলে ব্যবসায়িক লোকসান সমন্বয়যোগ্য না হইলে এই বিধান ব্যবসা-বান্ধব হবে না বিধায় ইহা রহিত করা যেতে পারে।
২১।	উৎসে আয়কর কর্তনের মূলনীতি	৪৮	বিভাগ-৩, প্রথম অধ্যায় ভাগ-৫	প্রস্তাবিত আইনে বিদ্যমান ধারা ৪৮ এর অনুরূপ বিধান সন্নিবেশ।	বিদ্যমান অধ্যাদেশের ৪৮ ধারার (১) উপ ধারায় উৎসে আয়কর সংগ্রহের ক্ষমতা দেয়া হয়েছে। উপধারা (২) এর উৎসে সংগৃহীত করকে 'অগ্রীম কর' হিসাবে গণ্য করা হয়েছে এবং যা করদাতার আয় হিসেবে গণ্য হবে সেক্ষেত্রেই উৎসে কর প্রযোজ্য করা হয়েছে যাতে করে আয় গণ্য হবে না এরূপ লেনদেন উৎসে আয়কর বহির্ভূত রাখা হয়েছে। প্রস্তাবিত আইনে এরূপ বিধান নাই। এতে করে একদিকে উৎসে কর আরোপের মৌলিক ক্ষমতা ব্যাহত বাদ পড়ে যাচ্ছে। অন্যদিকে আয় নয় এমন লেনদেন উৎসে করের আওতায় আসার ঝুঁকি থেকে যাচ্ছে। এ দুটোর কোনটাই কাম্য না।
২২।	লেনদেন ব্যাংকিং চ্যানেলের মাধ্যমে না করলে বা গ্রহীতার টিআইএন না থাকলে ৫০ শতাংশ বেশী হারে উৎসে কর কর্তনের বিধানটি সকল ক্ষেত্রে প্রয়োগ না করে সীমিত কয়েকটি ক্ষেত্রে প্রয়োগযোগ্য করা।	(ক) ৫২ (খ) ৫২, ৫২এএ, ৫৩এফ, ৫৪	১৩০	(ক) ব্যবসার অর্থ পরিশোধকালে যদি উক্ত লেনদেন ব্যাংকিং চ্যানেলে না করা হয় সে ক্ষেত্রে উৎসে কর কর্তন ৫০ শতাংশ বেশী হারে করার যে বিধান প্রস্তাবিত আইনে আছে তা সকল অর্থ প্রদানে পরিবর্তে বিদ্যমান অধ্যাদেশ অনুযায়ী সীমিত কয়েকটি ক্ষেত্রে প্রয়োগযোগ্য করা। (খ) ব্যবসার অর্থ পরিশোধকালে গ্রহীতার টিআইএন না থাকলে ৫০ শতাংশ বেশী হারে উৎসে কর কর্তনের যে বিধান আছে তা সকল উৎসের ক্ষেত্রে না করে বিদ্যমান	প্রস্তাবিত আইনের এই বিধান করদাতাদের জন্য পরিপালন এবং রেকর্ড কিপিং করা দূরহ। তদুপরি বাংলাদেশের বিদ্যমান বাস্তবতায় তা পরিপালন করাও সম্ভব নয়।

ক্রমিক নং	বিষয়	বিদ্যমান ধারা	প্রস্তাবিত আইনের ধারা	পরিবর্তনের প্রস্তাব	পরিবর্তনের পক্ষে যুক্তি
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)
				অধ্যাদেশ অনুযায়ী সীমিত ক্ষেত্রে করা যেতে পারে।	
২৩।	উৎসে কর কর্তন ব্যতীত বা কমহারে কর কর্তনের ক্ষমতা জাতীয় রাজস্ব বোর্ডকে ন্যস্ত করা।	৫০(২এ), ৫২ বিধি ১৬(৪) এর সাথে পঠিত, ৫৩ বিধি ১৭এ(২) এর সাথে পঠিত, ধারা ৫২এএ(১) প্রভাইসের ২, ধারা ৫২ আর (৩), ধারা ৫৩ এ(৩), ৫৩ বিবি প্রভাইসের, ৫৩ বিবিবিবি প্রভাইসের, ৫৩এফ(৩) (বি), ৫৬(২)	ভাগ-৫, প্রথম অধ্যায় (ধারা ৭৯ থেকে ১২৯)	কর কর্তন ব্যতীত বা কম হারে কর কর্তনের প্রত্যয়ন প্রদানের বোর্ডের ক্ষমতা সন্নিবেশ করে বিধানে আনা।	দ্বৈত কর পরিহার চুক্তি, করযোগ্য আয় কম হওয়ায় বা আয় করমুক্ত সীমার নীচে এরূপ ক্ষেত্রে বিদ্যমান অধ্যাদেশে আবেদনক্রমে বোর্ড কম হার কর কর্তন বা কর কর্তন ব্যতিরেকে অর্থ প্রদানের প্রত্যয়ন দিতে পারে। বিদ্যমান অধ্যাদেশে এরূপ যৌক্তিক বিধান আছে। প্রস্তাবিত আইনে এরূপ বিধান অনুপস্থিত। এতে করে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান যাদের আয় করমুক্ত বা সীমার নীচে, যাদের আয় তুলনামূলক হারে কম বা চুক্তি আওতায় যার আয় বাংলাদেশে করযোগ্য নয় তাদের কোন প্রতিবিধান থাকবে না। তাদের ক্ষেত্রে প্রস্তাবিত আয়কর আইনে অনুরূপ বিধান আনা যেতে পারে।
২৪।	উৎসে করের হার সামঞ্জস্যপূর্ণকরণ।	সপ্তম অধ্যায়	ভাগ-৫ প্রথম অধ্যায়	(ক) উৎসে করের হার যৌক্তিক করা। (খ) উৎসে করের খাত ক্রমান্বয়ে হ্রাস করে শুধুমাত্র বেতন, ফি, সুদ এবং লভ্যাংশের (ডিভিডেন্ড) মধ্যে সীমিত করে আনা।	(ক) বিদ্যমান অধ্যাদেশে উৎসে কর সংক্রান্ত ৫৩টি ধারা ও ৩টি এসআরও আছে। উৎসে করের ০.০৫% থেকে ৩০% পর্যন্ত ২৪ টি Rate আছে। এ ছাড়াও কয়েকটি ক্ষেত্রে Advalorem আছে। প্রস্তাবিত আইনের ভাগ-৫, প্রথম অধ্যায়, বিভাগ-১ এ উৎসে আয়কর সংক্রায় ৫৩টি ধারা (ধারা ৭৯ থেকে ১২৯) উৎসে করের হার মূলত অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে। উৎসে করের হার arbitrary আয়কর বিভাগ কর্তৃক স্বীকৃত গ্রস প্রফিট ও নীট মুনাফার উপর প্রযোজ্য হারে কর আরোপ করলে উৎসে করের যে হার হওয়া উচিত অনেক ক্ষেত্রেই তার চেয়ে বেশী হারে উৎসে কর আরোপিত

ক্রমিক নং	বিষয়	বিদ্যমান ধারা	প্রস্তাবিত আইনের ধারা	পরিবর্তনের প্রস্তাব	পরিবর্তনের পক্ষে যুক্তি
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)
					<p>আছে।</p> <p>এতে করে ব্যবসার Cash flow সংকট দেখা দিচ্ছে। দেশীয় ব্যবসা প্রতিযোগিতা সক্ষমতা হারাচ্ছে।</p> <p>জাতীয় রাজস্ব বোর্ড DVS System চালু করেছে। এতে করে খাতভিত্তিক মুনাফা:সেলস নির্ণয় করা সম্ভব। যার ভিত্তিতে যৌক্তিক উৎসে করের হার নির্ধারণ করা সম্ভব।</p> <p>(খ) বর্তমানে ৫৩টি ধারায় উৎসে কর আরোপের বিধান আছে। এর ভিতর কিছু কিছু খাত থেকে প্রাপ্ত রাজস্ব উল্লেখযোগ্য নয়। করদাতাদের উপর এইরূপ বিপুল সংখ্যক উৎসে করের পরিপালন ও হিসাব রক্ষণ করা দূরহ। অন্যদিকে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডও এত বিপুল সংখ্যক খাতের কর কর্তন মনিটরিং করতে অসুবিধায় পড়ছে। হিসাব রক্ষণের মানোন্নয়নের নতুন বিধানাবলীর (DVS) প্রেক্ষিতে আয় সংক্রান্ত নির্ভরযোগ্য তথ্য পাওয়া যাচ্ছে। ফলে রাজস্বের জন্য উৎসে করের প্রয়োজনীয়তা কমে যাবে। এমতাবস্থায়, এর সংখ্যা ধাপে ধাপে কমিয়ে আনা যেতে পারে</p>
২৫।	পিরিয়ডিক তথ্য প্রদানের রিটার্নের সংখ্যা কমিয়ে আনা।	ধারা ৫৮, বিধি ১৮, ২১ ধারা ৭৫এ, বিধি ২৪এ ধারা ১০৮, বিধি ২৩	১৩০(১)(ঘ) ১৬৩ ১৮৩	(ক) প্রস্তাবিত আইনের ধারা ১৬৩ ও ১৮৩ বিলোপ করা যেতে পারে। (খ) ইলেকট্রনিক মাধ্যমে দাখিল করার বিধান আনা যেতে পারে।	(ক) কতিপয় করযোগ্য স্বত্তাকে মাসিক উৎসে কর কর্তন, বেতন প্রদানের সার-সংক্ষেপ পাঠাতে হয়। আবার একই তথ্য ষন্মাাসিক বা বার্ষিক ভিত্তিতে পাঠাতে হয়। এতে করে তাদের পরিপালন খরচ বৃদ্ধি পায়। অথচ একই তথ্য একাধিকবার প্রেরণের ফলে কর কর্তৃপক্ষ নতুন কোন তথ্য পাননা। (খ) বর্তমানে উৎসে করের অনলাইন সিস্টেমের মাধ্যমে এসমস্ত মাসিক রিটার্ন দাখিল করলে স্বশরীরে দাখিল হতে অব্যাহতি দেয়া যেতে পারে।
২৬।	সংশোধিত রিটার্ন দাখিল	৭৮	১৬৫	প্রস্তাবিত আইনের ২ উপধারায় আদেশ প্রণয়নের সর্বশেষ তারিখের অনূন্য ছয় মাস পূর্বে অথবা প্রথমবার ধার্যকৃত গুনানীর তারিখের পূর্বে, যেটি আগে ঘটে” শব্দগুলি বিলুপ্ত করা	বিদ্যমান অধ্যাদেশে এরূপ কোন শর্ত নেই। প্রস্তাবিত পরিবর্তনের ফলে সংশোধিত রিটার্ন দাখিলের সুযোগ সীমিত হয়ে পড়বে যা করবান্ধব নয়।

ক্রমিক নং	বিষয়	বিদ্যমান ধারা	প্রস্তাবিত আইনের ধারা	পরিবর্তনের প্রস্তাব	পরিবর্তনের পক্ষে যুক্তি
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)
২৭।	ন্যূনতম কর	৮২সি	১৫১, ১৫২	যেতে পারে। ধারা দুটি বাতিল করা যেতে পারে।	বর্তমান অধ্যাদেশ ও প্রস্তাবিত আয়কর আইনে সকল কোম্পানী, ৩ কোটি টাকার অধিক অর্জনকারী ব্যক্তি ও ৫০ লক্ষ টাকার অধিক অর্জনকারী ফার্মের জন্য ন্যূনতম কর আরোপযোগ্য করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট করদাতার নিরূপিত আয় যাই হোক না কেন তাদের গ্রস রিসিটের ০.২৫% থেকে ২% হারে ন্যূনতম কর আরোপযোগ্য করা হয়েছে। এতে করে এটা আয়কর তথা আয়ের উপর কর আরোপের মৌলিক ধারণার সাথে সাংঘর্ষিক হয়ে পড়েছে। লোকসান হয়েছে এদেরও উল্লেখযোগ্য আয়কর দিতে হতে পারে। অন্যদিকে কোম্পানি করদাতাদের আন্তর্জাতিক মানদণ্ডে IAS/IFRS অনুসারে হিসাব রক্ষণ ও reporting করতে হচ্ছে। এতে কোম্পানীর মূলধন অবক্ষয়ের আশংকা দেখা দিচ্ছে। অর্থসঞ্চয় প্রদানকারী ব্যাংকমূহ, সিকিউরিটি এক্সচেঞ্জ কমিশন, ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং কাউন্সিল ইত্যাদি নিয়ন্ত্রককারী কর্তৃপক্ষের নিকট একক নিরীক্ষিত হিসাব প্রতিবেদন দাখিল করতে হচ্ছে যা DVS এর মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত হয়। এধরনের নির্ভরযোগ্য ও বিভিন্ন কর্তৃপক্ষের নিকট যাচাইযোগ্য হিসাব থাকায় ন্যূনতম করের প্রয়োজনীয়তা নাই। নির্ভরযোগ্য হিসাবের ভিত্তিতেই ও আন্তর্জাতিক মানদণ্ডে মোট আয়ের ওপর কর আরোপের মূল নীতি অব্যাহত থাকবে।
২৮।	ছোট করদাতাদের জন্য অনুমিত আয়ের উপর কর আরোপের বিধান	৮২ ডি	অনুপস্থিত	ছোট ব্যবসায়ী ও পেশাজীবীদের জন্য অনুমিত আয়ের উপর কর আরোপের বিধান করে প্রস্তাবিত আইনের বিভাগ ১, প্রথম অধ্যায়, অংশ-৮ এ একটি স্বতন্ত্র ধারা সন্নিবেশ করা যেতে পারে।	বিদ্যমান অধ্যাদেশের ৪২D ধারায় ছোট পেশাজীবী ও ব্যবসায়ীদের অনুমিত আয়করের বিধান আছে। দুইটি SRO এর মাধ্যমে সড়ক পরিবহন ও অভ্যন্তরীণ নৌযান খাতের বেলায় অনুমিত আয়করের বিধান আছে। ভারতীয় আয়কর আইনের ধারা 44AD, 44ADA, 44AE ও 44AF এ ছোট ব্যবসায়ী ও পেশাজীবীর অনুমিত আয়ের উপর কর আরোপের বিধান আছে। ছোট ব্যবসায়ীদের ও পেশাজীবীদের প্রথাগত হিসাব রক্ষণে সক্ষমতা নাই। তারা সংখ্যা বেশী কিন্তু তাদের কাছে সংগৃহীত আয়কর উল্লেখযোগ্য নয়। তাদের ক্ষেত্রে স্বল্প enforcement প্রয়োজন এরূপ সব বিধান থাকা দরকার। এতে করদাতাদের অনিশ্চয়তার আশংকা হ্রাস পাবে, compliance ও বৃদ্ধি পাবে।

ক্রমিক নং	বিষয়	বিদ্যমান ধারা	প্রস্তাবিত আইনের ধারা	পরিবর্তনের প্রস্তাব	পরিবর্তনের পক্ষে যুক্তি
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)
					ছোট ব্যবসায়ীদের ও পেশাজীবীদের ধারণাগত আয়ের উপর কর আরোপের বিধান সন্নিবেশ করে প্রস্তাবিত আয়কর আইনের অংশ-৮ এ প্রয়োজনীয় ধারা সংযোজন করা যেতে পারে।
২৯।	উপ কর কমিশনার কর্তৃক ট্রেডিংপূর্ণ আয়কর মামলা পুনঃ নিরূপণে কর কমিশনারের ক্ষমতা	১২০	২০১	প্রস্তাবিত আইনে কর কমিশনারের অনুরূপ ক্ষমতা রহিত করে প্রস্তাবিত ধারা ২০১ সংশোধন করা যেতে পারে।	<p>প্রস্তাবিত আইনের ২০১ ধারায় উপ কর কমিশনার কর্তৃক ট্রেডিংপূর্ণ মামলা পুনরঞ্জীবনের ক্ষমতা যুগ্ম/অতিরিক্ত কর কমিশনার ছাড়াও কর কমিশনারকে দেয়া হয়েছে যা অধ্যাদেশের ১২০ ধারায় যুগ্ম/অতিরিক্ত কর কমিশনারের উপর ন্যাস্ত ছিল।</p> <p>আবার বিদ্যমান অধ্যাদেশের ১২১এ ধারা ও প্রস্তাবিত আইনের ২৭৩ ধারায় কর কমিশনার বিরোধ নিষ্পত্তি সংক্রান্ত Revisional power অব্যাহত রাখা হয়েছে।</p> <p>যার ফলে কর কমিশনার ২০১ ও ২৭৩ ধারা Conflicting interest সৃষ্টি করছে, যা কাজিহত নয়।</p> <p>প্রস্তাবিত ধারা ২০১ সংশোধন করে কর কমিশনারকে এই ক্ষমতার আওতা বহির্ভূত রাখা যেতে পারে।</p>
৩০।	রপ্তানী আয়ের ক্ষেত্রে হ্রাসকৃত হারে করারোপ।	৬ষ্ঠ তফসিল, পার্ট-এ, অনুচ্ছেদ-২৮, ৩৩	৬ষ্ঠ তফসিল, বিভাগ-১ এর অনুচ্ছেদ-২৭ এ কেবল আইটি এনাবল সার্ভিসের আয়কে আয়কর অব্যাহতির বিধান রাখা হয়েছে।	<p>(ক) রপ্তানীকে ৫০% কর ছাড় প্রদানকরণ।</p> <p>(খ) প্রচ্ছন্ন রপ্তানীকেও ৫০% কর ছাড় প্রদানকরণ এবং রপ্তানী ও প্রচ্ছন্ন রপ্তানীর সংজ্ঞা প্রদান।</p> <p>(গ) পণ্য রপ্তানী ব্যতিত, সেবা রপ্তানীকেও কর ছাড়ের অন্তর্ভুক্তকরণ।</p>	<p>(ক) প্রস্তাবিত আইনে আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ষষ্ঠ তফসিল অনুচ্ছেদ ২৮-এর ন্যায় রপ্তানি ব্যবসা হতে অর্জিত আয়ের ৫০%’র উপরে আয়কর অব্যাহতির সুবিধা অন্তর্ভুক্ত করার জন্য প্রস্তাব করা হলো।</p> <p>(খ) মূল্যসংযোজন কর আইনে প্রচ্ছন্ন রপ্তানীর বেলায় অনুরূপ সুবিধা দেয়া হলেও আয়কর আইনে প্রচ্ছন্ন রপ্তানীর আওতা সীমিত করা হয়েছে। রপ্তানী খাতকে উৎসাহিত করার জন্য প্রচ্ছন্ন রপ্তানীর ক্ষেত্র প্রসারিত করে রপ্তানী ও প্রচ্ছন্ন রপ্তানীকে ৫০% কর অব্যাহতি দিয়ে প্রস্তাবিত আইনে ৬ষ্ঠ তফসিল, বিভাগ-১ এ প্রয়োজনীয় বিধান সন্নিবেশ করা যেতে পারে।</p> <p>প্রস্তাবিত আইনে “রপ্তানী” এবং “প্রচ্ছন্ন রপ্তানী” এর সংজ্ঞা অন্তর্ভুক্ত করার জন্য প্রস্তাব করা হলো।</p>

ক্রমিক নং	বিষয়	বিদ্যমান ধারা	প্রস্তাবিত আইনের ধারা	পরিবর্তনের প্রস্তাব	পরিবর্তনের পক্ষে যুক্তি
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)
					<p>(গ) বিদ্যমান আইনে সেবা রপ্তানীর উপর কর অব্যাহতি নাই। রপ্তানী নীতিতে সেবা রপ্তানীর উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। বর্তমানে কেবলমাত্র আইটি এনাবল সার্ভিসের আয়কে করা অব্যাহতি দেয়া আছে। যা প্রস্তাবিত আয়কর আইনে অব্যাহত রাখা হয়েছে।</p> <p>সেবা রপ্তানি এর জন্য অনুরূপ বিধান প্রণয়ন করার জন্য প্রস্তাব করা হলো। রপ্তানি নীতি ২০১৮ অনুযায়ী নিম্নবর্ণিত সেবা রপ্তানীগুলোকে রপ্তানী সেবা হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারেঃ</p> <ol style="list-style-type: none"> ২. কনস্ট্রাকশন বিজনেস ৩. স্বাস্থ্য সেবা সংক্রান্ত যেমন- হাসপাতাল, ক্লিনিক, নার্সিং সেবা ৪. হোটেল ও পর্যটন সংক্রান্ত সেবা ৫. ল্যাবরেটরি টেস্টিং ৬. কনসাল্টিং সার্ভিসেস ৭. ফটোগ্রাফি কার্যক্রম ৮. টেলিকমিউনিকেশন্স ৯. পরিবহন ও যোগাযোগ ১০. ওয়্যারহাউস ও কন্টেইনার সার্ভিস ১১. ব্যাংকিং কার্যক্রম ১২. লিগ্যাল ও প্রফেশনাল সার্ভিস ১৩. শিক্ষা সেবা ১৪. সিকিউরিটি সার্ভিস ১৫. প্রি-শিপমেন্ট ইন্সপেকশন (পিএসআই) ১৬. আউটসোর্সিং এবং ১৭. ইভেন্টিং সার্ভিসেস।
৩১।	শেয়ার বিক্রয় হতে অনিবাসীর আয়	ষষ্ঠ তফসিল পার্ট-এ অনুচ্ছেদ ৪৩	নাই	প্রস্তাবিত আইনে আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ষষ্ঠ তফসিল পার্ট-এ অনুচ্ছেদ ৪৩ এর অনুরূপ অনিবাসীর শেয়ার বিক্রয় হতে অর্জিত আয়ের উপরে আয়কর অব্যাহতির সুবিধা অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তাব করা যেতে	প্রস্তাবিত আইনে অনিবাসীর শেয়ার বিক্রয় হতে অর্জিত আয়ের উপরে আয়কর অব্যাহতির সুবিধা বিবেচনা করা হয়নি। এ কারণে বৈদেশিক বিনিয়োগকারীরা শেয়ারে বিনিয়োগে নিরুৎসাহিত হতে পারে। যার ফলে দেশের সামগ্রিক অর্থনীতিতে বিরূপ প্রভাব ফেলতে পারে এবং পুঁজিবাজারে নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে।



ক্রমিক নং	বিষয়	বিদ্যমান ধারা	প্রস্তাবিত আইনের ধারা	পরিবর্তনের প্রস্তাব	পরিবর্তনের পক্ষে যুক্তি
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)
				পারে।	
৩২।	বিনিয়োগজনিত কর রেয়াত	৬ষ্ঠ তফসিল, পার্ট বি, অনুচ্ছেদ-২৮	৬ষ্ঠ তফসিলের বিভাগ ৩ এর অনুচ্ছেদ ৭	প্রস্তাবিত আইনের ৬ষ্ঠ তফসিলের বিভাগ ৩ এর অনুচ্ছেদ ৭ বিলোপ করা।	কর রেয়াত নেয়ার উদ্দেশ্যে বর্তমান আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ অনুযায়ী সরকারি সিকিউরিটিসে বিনিয়োগকৃত সম্পূর্ণ পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ হিসেবে গ্রহণ করা যেত। কিন্তু প্রস্তাবিত আইনের ৬ষ্ঠ তফসিলের বিভাগ ৩ এর অনুচ্ছেদ ৭ অনুযায়ী সরকারি সিকিউরিটিসে ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত রেয়াতযোগ্য বিনিয়োগ হিসেবে গ্রহণ করা যাবে। যার ফলে করদাতাগণ বিনিয়োগে নিরুৎসাহিত হবে এবং তাদের কর দায় বৃদ্ধি পাবে।
৩৩।	বিনিয়োগজনিত কর রেয়াত	৬ষ্ঠ তফসিল, পার্ট বি, অনুচ্ছেদ-২৭	নাই	প্রস্তাবিত আইনের ৬ষ্ঠ তফসিলের বিভাগ ৩ এর অনুচ্ছেদ ১৬ সন্নিবেশ করা।	বর্তমান কর অধ্যাদেশ অনুযায়ী শেয়ার বাজারে বিনিয়োগ কর রেয়াতযোগ্য। কিন্তু প্রস্তাবিত আইনে এ বিধানটি রাখা হয়নি। এতে পুঁজিবাজারের উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে। তদুপরী পুঁজিবাজারে বিনিয়োগ নিরুৎসাহিত হবে।
৩৪।	কর পরিহার সুবিধা	নাই	ধারা ২১৮-কোন আয়বর্ষে কোন করদাতা কর ব্যবস্থার অপব্যবহারের মাধ্যমে কর সুবিধা নিলে, উপকর কমিশনার গৃহীত কর সুবিধার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে।	সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা ও কার্যপদ্ধতি সহ সচ্ছতা নিশ্চিত করে ধারাটি প্রণয়ন করা হোক। কেবলমাত্র সুনির্দিষ্ট তথ্য প্রমাণ থাকলেই ও তার ব্যাখ্যা না থাকলে এটা প্রয়োগযোগ্য হবে এরূপ শর্তাংশ সংযোজন করা যেতে পারে।	ধারাটি প্রস্তাবিত আয়কর আইনে নতুন সংযোজিত হয়েছে। উপকর কমিশনারকে সর্বময় ক্ষমতার অধিকারি করায় এবং সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা ও কার্যপদ্ধতি না থাকায় এবং তার নিকট প্রতীয়মান হওয়ার ভিত্তিতে করদায় আরোপের বিধান করদাতার সম্ভাবনা অনেকাংশে বাড়িয়ে দেবে। করদাতার হয়রানির সুযোগ বেড়ে যাবে।
৩৫।	ইলেকট্রনিক কর সম্পাদনের প্রবর্তন।	নাই	নাই	প্রস্তাবিত আইনের অংশ ২৫ এর ধারা ৩৩৪ এর পরে ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে অডিট নির্বাচন, কর নির্ধারণ প্রক্রিয়া এবং আপিল সংক্রান্ত কার্যক্রম অনলাইনে/ইলেকট্রনিক মাধ্যমে সম্পন্ন করার জন্য ১৫৮ ধারার অনুরূপ বিধান সন্নিবেশ করা যেতে পারে।	স্বশরীরে উপস্থিত হয়ে এসব কার্যক্রম করা হলে স্বচ্ছতার বিষয়টি নিশ্চিত করা যায় না। এতে করে সময় ও কাজের স্বচ্ছতারও উন্নতি ঘটবে। করদাতারা অনাবশ্যিক হয়রানি থেকে মুক্ত হবে। Ease of doing business এর উন্নতি ঘটবে। উল্লেখ্য বর্তমানে উচ্চতর আদালতের কার্যক্রম অনলাইনে পরিচালিত হচ্ছে। এই বিধান প্রবর্তন করা হলে কর নির্ধারণ প্রক্রিয়া আন্তর্জাতিক মানদণ্ডে উন্নীত করবে।
